সংবাদ

তারিখ ... 30 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৫ ...

উপজেলা পর্যায়ে ৬৪২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে

❑ নীতিমালা না থাকায় চলছে নৈরাজ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে ৬৪২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। যেসব উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল ও কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের আওতায় আসছে। তবে নির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া জাতীয়করণের উদ্যোগ নেয়ায় দেশব্যাপী এ কার্যক্রম নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক নৈরাজ্য। চাকরি সরকারিকরণের কথা বলে চলছে চাঁদাবাজি। শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছ থেকে পরিচালনা পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ থেকে জনপ্রতিনিধি সবার নামেই চলছে চাঁদাবাজি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জাতীয়করণের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু হলেও জাতীয়করণের নীতিমালা প্রণয়ন হচ্ছে টিমেতেতালায়। কিন্তু তড়িঘড়ি ও দায়সারাভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্কুল ও কলেজের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এসএম ওয়াহিদুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক তাজির উদ্দিন পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের

উপজেলা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

উপজেলা : পর্যায়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমলে মোট ১৮টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। জাতীয়করণের লক্ষে আরও প্রায় ১০০ কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে, ৩০টি কলেজ পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। আরও ৩৬টি কলেজ পরিদর্শনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে জাতীয়করণের লক্ষে ২৭টি স্কুলের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। তবে জাতীয়করণের জন্য এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১৫০টি স্কুল ও কলেজের নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, চাকরি জাতীয়করণের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। 'টাকা না দিলে জাতীয়করণ না হবে'– এমন ভয়ভীতি দেখিয়ে জাতীয়করণের আওতায় থাকা সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে সরকারদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধেও চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

চাকরি জাতীয়করণের জন্য নারায়ণগঞ্জের একটি কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে জনপ্রতি এক লাখ টাকা করে চাঁদা আদায় করেছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ। এই টাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নকারী ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দেয়ার কথা বলে আদায় করা হয়েছে।

পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'মাউশির পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলো খুবই দুর্বল ও দায়সারাগোচের হয়েছে। এগুলোতে কেবল স্কুল-কলেজের একাডেমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে কোন মন্তব্য বা সুপারিশ নেই। প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ জাতীয়করণের উপযোগী কিনা সে সম্পর্কে কোনকিছু উল্লেখ নেই। এজন্য পুনরায় প্রতিবেদন তৈরি করতে হতে পারে।' সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন না করে ঢালাওভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'। তাদের যুক্তি হচ্ছে হঠাৎ করে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার কর্মকর্তা বা শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। শিক্ষা ক্যাডারের সুনাম বিনষ্ট হবে।

শিক্ষা সমিতির নেতারা একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে কলেজ জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে বলেন, 'জাতীয়করণের পর বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার স্বীকৃতি দেয়া যাবে না, তাদের নন-ক্যাডারই রাখতে হবে। তারা যাতে বদলি হতে না পারে তাও নীতিমালায় উল্লেখ করতে হবে।' দেশে মোট উপজেলা ৪৮৮টি। এর মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে ১৬১টি উপজেলায়। অর্থাৎ ৩২৭টি উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই। অন্যদিকে দেশের ৩১৫টি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এ হিসেবে জাতীয়করণ করা হবে ৬৪২টি স্কুল ও কলেজ।

প্রধানমন্ত্রী গত ৯ আগস্ট এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। সরকার প্রধানের নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ১৮ আগস্ট মন্ত্রণালয়ের সকল উইং (অনুবিভাগ) ও দফতর প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে সচিবালয়ে বিশেষ সভা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত সভা আহ্বান করেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এএস মাহমুদ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিগত মহাজোট ও এই সরকারের আমলে বিভিন্ন জেলার ১৮টি বেসরকারি কলেজসহ প্রায় তিন ডজন সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে দেশে সরকারি কলেজ আছে ৩০৭টি এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩২৮টি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, যেসব উপজেলায় মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, বা মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকেই জাতীয়করণে প্রাধান্য দেয়া হবে। এতে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে। কারণ মডেল বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, স্থাপন করা হয়েছে আইসিটি ল্যাব, গ্রন্থাগার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। এছাড়া মডেল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে।

তবে কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সংসদ সদস্যরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কলেজ জাতীয়করণ চাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ একেকবার একেক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ডিও লেটার (আধা চাহিদাপত্র) দিচ্ছেন বা দিয়েছেন। এ নিয়ে চলছে ব্যাপক লেনদেন ও চাঁদাবাজি। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা প্রশাসন।